গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৪৮.০৫.০০৩.২০.৬৯

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪২৮
১৫ জুলাই ২০২১

বিষয়: **'পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গবেষণা নীতিমালা' প্রেরণ**

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ) কর্তৃক পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, ব্যবহার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে নীতি-উপাত্ত (Policy Input) হিসেবে সরবরাহের জন্য গবেষণা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত) ।

এই নীতিমালা 'পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গবেষণা নীতিমালা' নামে অভিহিত হবে। এই নীতিমালা কেবলমাত্র পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালিত একক বা যৌথ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গবেষণা নীতিমালা জনস্বার্থে অবিলম্বে কার্যকরের জন্য এ সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো ।

১৫-৭-২০২১
মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৬৫১০
ইমেইল: dsrmpr@mowr.gov.bd

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা প্রধান

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৪৮.০৫.০০৩.২০.৬৯/১(৫৩)

তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪২৮
১৫ জুলাই ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) .... সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫-৭-২০২১
মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম
উপসচিব

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গবেষণা নীতিমালা

রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ ইউনিট

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, ব্যবহার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে নীতি-উপাত্ত (Policy Input) হিসেবে সরবরাহের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ

(ক) এই নীতিমালা 'পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গবেষণা নীতিমালা' নামে অভিহিত হবে।

(খ) এই নীতিমালা কেবলমাত্র পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালিত একক বা যৌথ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ।

(গ) এই নীতিমালা জনস্বার্থে অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

(ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(খ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের ম্যানডেট অনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠু ও সার্বিক পরিকল্পনার জন্য সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্ত (input) সরবরাহ করা;

(গ) পানি সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা;

(ঘ) দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩। গবেষণার পরিধিঃ

(ক) দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু অথবা সমস্যা;

(খ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাজের সহিত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;

(গ) কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশনা থাকলে অনুরূপ বিষয়ে অথবা বিষয়সমূহ;

(ঘ) সাম্প্রতিক কালে দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আলোচিত পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিষয়;

(ঙ) দেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুরোধে পানি সম্পদ সম্পর্কিত বিষয়;

(চ) পানির সুশাসন ও নাগরিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

(ছ) জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ লক্ষ্য বাস্তবায়নও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়সমূহ;

(জ) নদী শাসন, নদীর ভাঙ্গনরোধ, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা এবং জোয়ার ভাটাসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; এবং

(ঝ) 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' তে Bangladesh Delta Plan 2100 Knowledge Agenda সম্পৃক্ত বিষয়াদি ।

৪। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

(১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার একটি গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে, যার সভাপতি হবেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এবং সদস্য-সচিব হবেন উপসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা । পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার প্রতিনিধি কর্মকর্তা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হবেন ।

(২) কমিটির কার্যপরিধি:

ক) গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও বাছাইপূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

খ) গবেষণা প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি ও সমন্বয় সাধন;

গ) গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং

ঘ) গবেষণা প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।

প্রতিটি সভায় এ কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ সরকারি বিধি অনুযায়ী সম্মানী পাবেন, যা গবেষণা খাতের বরাদ্দ হতে প্রদান করা হবে। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নে বিশেষায়িত জ্ঞান/দক্ষতার প্রয়োজন প্রতীয়মান হলে উপযুক্ত বহিঃসদস্য Case-by-Case ভিত্তিতে কো-অপ্ট করা যাবে।

৫। গবেষণা প্রস্তাবে যে সকল বিষয় অথবা অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

একটি গবেষণা প্রস্তাবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(ক) গবেষণার শিরোনাম (প্রস্তাবিত গবেষণার সহিত তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যের সহিত অর্থবোধক);

(খ) ভূমিকা;

(গ) সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Problem Identification/Problem Statement);

(ঘ) গবেষণার প্রশ্ন (Research Question);

(ঙ) গবেষণা যৌক্তিকতা;

(চ) গবেষণার উদ্দেশ্য;

(ছ) প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Result);

(জ) গবেষণার উপকারভোগী;

(ঝ) গবেষণার পরিধি;

(ঞ) গবেষণা পদ্ধতি;

(ট) তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন পরিকল্পনা;

(ঠ) গবেষক দলের নাম ও পরিচিতি/গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত গবেষক/কর্মকর্তা;

(ড) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা; এবং

(ঢ) প্রস্তাবিত বাজেট।

৬। গবেষণা দলঃ

এককভাবে কোনো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে না; ন্যূনতম তিনজন এবং সর্বোচ্চ ছয়জনের দল গবেষণা কার্য পরিচালনা করবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান উক্ত গবেষণা দল গঠন করবে।

বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা (৯ম গ্রেড এবং তদুর্ধ) নিয়ে গবেষণা দল গঠন করতে হবে। গবেষণা দলে পানি সম্পদ খাতে কর্ম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন ।

৭। গবেষণা প্রস্তাব নির্বাচন ও বাস্তবায়নের সময়সূচি:

(১) গবেষণা প্রস্তাব নির্বাচন ও অনুমোদনের জন্য নিম্নরূপ সময়সূচি অনুসরণ করা হবে:

(ক) গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ: প্রতি বৎসর যে কোনো সময়;

(খ) গবেষণা প্রস্তাব বাছাই ও সুপারিশ চূড়ান্তকরণ: প্রস্তাব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে;

(গ) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন: সুপারিশ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে;

(ঘ) খসড়া ফলাফলসহ কর্মশালা আয়োজন: গবেষণা পরিচালনা সময়ের মধ্যে এবং

(ঙ) চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল: গবেষণা পরিচালনা সময় শেষের এক মাস পূর্বে;

(২) গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদঃ

গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ সাধারণভাবে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশক্রমে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৩) প্রকল্পের আরম্ভঃ

গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারী করবেন। দপ্তর আদেশ জারীর তারিখ হতে প্রকল্পের আরম্ভ গণনা করা হবে। তবে যৌথ গবেষণার ক্ষেত্রে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ (পনের) দিন পর থেকে প্রকল্পের আরম্ভ গণনা করা হবে। উক্ত ১৫ দিন গবেষণা প্রারম্ভের প্রস্তুতিকালীন সময় হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮। আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব বাজেটের গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এই গবেষণা কার্য পরিচালিত হবে;

(খ) গবেষণা দলসহ অন্যান্য সদস্যের সম্মানি বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০ শতাংশের বেশি হবে না; সরাসরি সম্মানি দেওয়া যাবে অথবা সিটিং এলাউন্সের মাধ্যমে হাজিরা অনুসারে দিনভিত্তিতে সম্মানি দেওয়া যাবে;

(গ) হিসাব নিরীক্ষাকালে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হলে উক্ত আপত্তি নিস্পত্তির দায় প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে;

(ঘ) গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কিস্তিতে উত্তোলন করতে পারবে;

(ঙ) প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে গবেষণা-সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করতে হবে;

(চ) মোট বরাদ্দের ১-৫% বই-জার্নাল বা অন্যান্য ডকুমেন্ট ক্রয়ে ব্যয় করা যাবে এবং গবেষণা শেষে ক্রয়কৃত বই-জার্নালসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে জমা করতে হবে;

(ছ) গবেষণা দলের দলনেতার অথবা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে;

(জ) গবেষণা বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা দলের সদস্যগণের এবং যৌথ গবেষণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ভ্রমণকালকে দাপ্তরিক কাজ হিসাবে গণ্য করা হবে; তবে এ সংক্রান্ত সকল ব্যয় অনুমোদিত গবেষণা বরাদ্দ হতে নির্বাহ করতে হবে;

(ঝ) গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ প্রণোদনা হিসেবে/কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মাসিক মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন যা গবেষণা খাত হতে প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত আর্থিক বিধান প্রযোজ্য হবে ।

(২) গবেষণা বাজেটঃ

গবেষণা বাজেট অনুযায়ী গবেষণা প্রকল্পের বরাদ্দ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত করতে পারবে। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে গবেষণ প্রকল্পের বাজেট নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এই বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে।

৯। বিবিধঃ

(ক) প্রত্যেক গবেষণা দলের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ঐ দলের দলনেতা হবেন;

(খ) গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর কোনো গবেষণা দল অপারগতা প্রকাশ করলে পরবর্তী দুই অর্থ-বৎসর তারা কোনো গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন না;

(গ) গবেষণা দলের সদস্যগণ নিজে অথবা আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে দিনভিত্তিতে তথ্য সংগ্রাহকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন; এই ক্ষেত্রে দিনভিত্তিক সম্মানি প্রদান করা যাবে;

(ঘ) গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজের স্বার্থে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার উপযোগী সফটওয়্যার ক্রয় করা যাবে। তবে উক্ত খাতে একটি গবেষণা প্রকল্পের বরাদ্দের ৫-১০% পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে। প্রকল্প শেষে উক্ত সফটওয়্যারসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ/ব্যবহার করবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা এক অর্থ বছরে সর্বাধিক দুইটি গবেষণায় যুক্ত হতে পারবেন।

(চ) গবেষণা প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে;

(ছ) গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল অনুমতিক্রমে জার্নাল প্রবন্ধে প্রকাশ বা স্থানীয়/আন্তর্জাতিক কর্মশালায় উপস্থাপন করা যাবে। এসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফি গবেষণা খাত হতে বহন করা যাবে যা প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে;

(জ) গবেষণা দল গবেষণা শেষে দশ কপি প্রতিবেদন জমা দেবে;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সকল গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব সংস্থার নিকট ন্যাস্ত থাকবে;

(ঞ) গবেষণা প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সকল তথ্য-উপাত্ত জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার এ স্থানান্তর করতে হবে। তাছাড়া গবেষণা কাজে ব্যবহৃত সকল টুলস/ সফটওয়্যার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

(ট) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব বাজেট এর গবেষণা খাতের বাজেটের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা পরিচালিত গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত কোন গবেষণার সাথে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পৃক্ত হলে তা এই নীতিমালার আওতায় আসবেনা;

(ঠ) অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পে নিয়োজিত গবেষকদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে;

(ড) গবেষণা নীতিমালা পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দিলে গবেষণা কমিটির সুপারিশক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উক্ত পরিবর্তন করতে পারবেন;

(ঢ) গবেষণা কাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ethical issues নিশ্চিত করতে হবে; জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে-এই ধরনের কোনো গবেষণা

প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কিংবা কাউকে পীড়া দেয়-এমন কোনো মন্তব্য, বিবৃতি, ছবি, প্রতীক ইত্যাদি প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাবে না;

(ণ) প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের Reference স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রদান করতে হবে;

(ত) গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে।